## ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ পেতে যে সহায়ক কাগজপত্রগুলো লাগবে

- সহায়ক কাগজপত্রসহ পূরণকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের এপ্লিকেশন ফর্ম, প্রযোজ্য সহায়ক কাগজপত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে
  - ডেথ সার্টিফিকেট
  - উত্তরাধিকার সনদপত্র
  - মেডিক্যাল রিপোর্ট
  - জাতীয় পরিচয়পত্র
  - পাসপোর্ট কপি
  - স্মার্ট কার্ড/বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের কপি
  - ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ কার্ড

**ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন সেবা নিতে অভিবাসীরা ফোন অথবা ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়:**

প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
ফোন: +৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩,
+৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮
ওয়েবসাইট: http://www.wewb.gov.bd/
ইমেইল: info@wewb.gov.bd

**বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ পূর্বক যোগাযোগ করুন: অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র (এমআরসি)**

এমআরসি ঢাকা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

এমআরসি কুমিল্লা
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ, বাগিচাগাঁও
কুমিল্লা-৩৫০০, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh


সহযোগিতায়

European Union

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Justice and Police FDJP
State Secretariat for Migration SEM

Federal Foreign Office

বাস্তবায়নে

ICMPD
International Centre for Migration Policy Development


অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র MIGRANT RESOURCE CENTRE

# ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ

## ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮ এর আওতায় দেশে থাকা এবং বিদেশে অবস্থান করা অভিবাসী কর্মীদের টেকসই এবং অর্থবহ কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

# ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উদ্দেশ্যসমূহ:

## টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের লক্ষ্যগুলো হলো

- বিদেশে মৃত অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন করা
- বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিকভাবে পুনঃএকত্রিকরণ করা
- বৈধভাবে বিদেশে কর্মরত কর্মীদের মেধাবী সন্তাদের জন্য কাঙ্খিত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা

**আর্থিক, আইনী এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ এবং প্রচার করে।**

### ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে কারা সেবা গ্রহন করতে পারবেন?

অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাগুলি পাওয়ার যোগ্য।

# ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ

### বিদেশে গমনেচ্ছুক অভিবাসীদের জন্য সেবাসমূহ

- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গন্তব্য দেশগুলোতে গমনেচ্ছুক অভিবাসীদের জন্য সেসব দেশের আইন-কানুন, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, আবহাওয়া, এবং অভিবাসীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রাক-বর্হিগমন সেশন পরিচালনা করে।
- নিরাপদে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিমানবন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের নিম্নোক্ত সহায়তা প্রদান করে থাকে।
  - অভিবাসীদের বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ এবং পূরণে সহায়তা করা।
  - আহত ও অসুস্থ অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা করা।
  - বিদেশ থেকে আগত অভিবাসী কর্মীদের মৃতদেহ গ্রহন এবং **আত্মীয়দের** কাছে হস্তান্তর করা।
  - মৃতদেহ পরিবহন ও দাফনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৩৫,০০০ টাকার চেক প্রদান করা।
  - অসহায় অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশ থেকে ফেরত আসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
  - বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের বিমানবন্দরের কাজগুলো সম্পাদনে সহায়তা করা।
- অভিবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবন বীমা। বীমার জন্য ৫০০ টাকা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রদান করা হয় এবং ৪৯০ টাকা প্রত্যেক অভিবাসন প্রত্যাশি কর্মীদের প্রদান করতে হয়। যেসব অভিবাসী কর্মীরা দুই বছরের জন্য এই বীমার আওতায় আসেন তারা গন্তব্য দেশে আহত হলে বা মারা গেলে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত টাকা অভিবাসী কর্মী / তার পরিবার পেয়ে থাকেন।

### অসুস্থ এবং মৃত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারদের জন্য সেবাসমূহ

- বিদেশ ফেরত অসুস্থ অভিবাসী কর্মীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা প্রদান করা।
- গুরুতর অসুস্থতা ও অসুস্থতার কারণে অভিবাসী কর্মীরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বিদেশে মৃত অভিবাসী কর্মীর লাশ দেশে আনা।
- মৃত অভিবাসী কর্মীর লাশ পরিবহন ও দাফনের খরচ হিসেবে ৩৫,০০০ টাকা প্রদান।
- বৈধভাবে প্রবাসে গমনকারী মৃত অভিবাসী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ ৩ লক্ষ টাকা প্রদান। ছুটি কাটাতে বাংলাদেশে আসা অভিবাসী কর্মী দেশে মারা গেলে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান হিসেবে পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আহত/অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম ছুটিতে দেশে ফেরত আসার ৬ মাসের মধ্যে মৃত অভিবাসী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ ৩ লক্ষ টাকা প্রদান, সেক্ষেত্রে দেশে ফিরে মারা যাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ২ মাসের মধ্যে আর্থিক অনুদানের অর্থ বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
- মৃত অভিবাসী কর্মীর বকেয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ এবং বীমার টাকা আদায়ে মৃতের পরিবারকে সহায়তা করা হয়।

### প্রবাসে থাকা অভিবাসী কর্মীদের বাংলাদেশ মিশনগুলোর শ্রম কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান

- বাংলাদেশ মিশনগুলোর শ্রম কল্যাণ শাখার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা।
- বৈধভাবে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী যাদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ রয়েছে তারা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সব সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
- বিদেশে আটক বন্দি অভিবাসী কর্মীদের মুক্ত করে দেশে ফেরত আনতে সহায়তা।
- সেইফ হোমে দুস্থ মহিলা অভিবাসী কর্মীদের আশ্রয় প্রদান:
  - বিদেশে কর্মরত মহিলা অভিবাসী কর্মীরা কখনও কখনও নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্যাতন, হয়রানি, অথবা নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখিন হন।
  - দুস্থ মহিলা অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে সেইফ হোম তৈরী করা হয়েছে। সেইফ হোম গন্তব্য দেশগুলোতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
  - খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা সহ সেইফ হোমে আশ্রয় নেওয়া মহিলা অভিবাসী কর্মীদের অন্যান্য সমস্ত ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়।
  - বর্তমানে সৌদি আরবের রিয়াদে একটি, জেদ্দায় দুটি করে এবং ওমান, লিবিয়া এবং জর্ডানে একটি করে সেফ হোম আছে।
- বাংলাদেশ মিশনগুলোর শ্রম কল্যাণ শাখার মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন আদালতের আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ আদায়, অন্যান্য সুবিধাদী অথবা আইনী সহায়তা প্রদান এবং অভিবাসী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে প্রেরন করে থাকে।
- অভিবাসী কর্মীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

### প্রবাসে থাকা অভিবাসী কর্মীদের বাংলাদেশ মিশনগুলোর শ্রম কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান

- মৃত অভিবাসী কর্মীদের বকেয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ এবং বীমা সুবিধা আদায় করতে তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়।
  - পরিবারের তরফ থেকে পুনরায় আবেদন করতে হবে না।
  - অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএসের মাধ্যমে অর্থগ্রহিতা পরিবারকে অবহিত করা হয়।
  - স্থানীয় পর্যায়ের আইনী সহায়তা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বাংলাদেশ মিশনগুলোর শ্রম কল্যাণ শাখার আইনী সহায়তাকারীরা ক্ষতিপূরণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পরিচালনা করেন।

### অভিবাসী কর্মীদের বাংলাদেশে থাকা পরিবারের সদস্যদের জন্য সেবাসমূহ

- অভিবাসী কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান।
- স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের দেশে থাকা সম্পদ রক্ষা এবং বিভিন্ন অসুবিধা দূর করতে সহায়তা প্রদান।
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" এবং ডেপুটি কমিশনারের অফিসের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারকে সেবা প্রদান করা হয়।

## ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সব সেবা কার্যক্রমের তথ্য অনলাইনে ইআরপি সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়, পরিবারদের পুনরায় আবেদন করে তথ্য দিতে হয় না, বিমানবন্দরে আসা মৃত অভিবাসী কর্মীর তথ্য অনলাইনের ইআরপি সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়, অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএসের মাধ্যমে অর্থগ্রহিতা পরিবারকে অবহিত করা হয়।

ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি ব্যবহার করা হয়।

ধাপে ধাপে এবং অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএসের মাধ্যমে অর্থগ্রহিতা পরিবারকে অবহিত করা হয়।

বৈধভাবে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের জন্য অনলাইন সদস্যপদের সফটওয়্যার রয়েছে।

**প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারটির নিম্নলিখিত হটলাইন নম্বর রয়েছে:**

**+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩**
**+৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩**
**+৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮**

### প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের "প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার" সেবা কার্যক্রম রয়েছে। অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং তাদের তথ্যের প্রয়োজনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কল সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কল সেন্টারটি কাউন্সিলিং এবং অভিবাসীদের সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ সর্বক্ষণ গ্রহন করে থাকে।